নন্দিতার অন্য আকাশ

নাসির আহমেদ কাবুল

জলচৌকি
প্রকাশন

নন্দিতার অন্য আকাশ

নাসির আহমেদ কাবুল

জলছবি প্রকাশন

নন্দিতার অন্য আকাশ

নাসির আহমেদ কাবুল

স্বত্ব
হোসনে আরা আহমেদ

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০২০

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
ব্লক-বি, সড়ক নং ৬, শেখেরটেক
আদবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

প্রচ্ছদ
ওয়াহিদ করিম
ইলাস্ট্রেশন : সংগৃহিত

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা

ISBN : 078-984-94524-0-9

মূল্য ২৪০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট), ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

facebook.com/JalchobiProkashon
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭

Copyright @ Hosneara Ahmed

Nonditar Onnyo Akash, Written by **Nasir Ahmed Kabul**
Published by AKM Nasir Uddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekushye Boimela 2020
Price Taka 240, US $ 7

উৎসর্গ

সঞ্জয় মুখার্জ্জী
কবি ও কথাসাহিত্যিক
প্রিয়বরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

জনারণ্যে একাকী (কাব্যগ্রন্থ)
এই বসন্তে তুমি ভালো থেকো (কাব্যগ্রন্থ)
কালো বিড়াল লাল চোখ (রহস্য গল্প)
হলুদ বৃন্ত লাল গোলাপ (উপন্যাস)
হৃদয়ের একূল ওকূল (উপন্যাস)
পাথর সময় (উপন্যাস)
পাঁচ গেরিলার মুক্তিযুদ্ধ (কিশোর মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস)
দীপুর হাতের গ্রেনেড (কিশোর মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস)
অপারেশন রেসকিউ (কিশোর মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস)
অনিন্দ্য এবং একটি কুকুর (শিশুতোষ মুক্তিযুদ্ধের গল্প)

সম্পাদিত গ্রন্থ

সিনড্রেলা ও ভিনদেশের রূপকথার গল্প
তিন রসিকের হাসির গল্প
নির্বাচিত ছোটদের গল্প-প্রথম খণ্ড
নির্বাচিত ছোটদের গল্প-দ্বিতীয় খণ্ড
ভালগার্সিসের রাত (ভৌতিক গল্পগ্রন্থ)
অদ্ভুত রহস্য গল্প (রহস্য গল্প সংকলন)
কোমল গান্ধার (কবিতাগ্রন্থ)
মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য গল্প (ছোটগল্প গ্রন্থ)
খোলা জানালা (গল্প ও কবিতাগ্রন্থ)
খেঁকশিয়াল ফুলপরী ও বাজপাখির গল্প (শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ)

সম্পাদিত সাহিত্য ম্যাগাজিন
জলছবি বাতায়ন
www.ajagami24.com

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ৬৩ বছর বয়সে ৩৪ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন নারী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রেমে পড়েছিলেন। ওকাম্পো তখন একজন সম্পূর্ণ নারী। রবীন্দ্রনাথ পার হয়েছেন প্রৌঢ়ত্বের সীমানা। ওকাম্পোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিলন হয়নি হয়ত তিনি চাননি বলে। তবে তাঁর জীবন ও স্মৃতিতে স্থান দিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়াকে। তার 'বিজয়া'কে তিনি গানে-কবিতায় মূর্ত করে তুলেছিলেন বর্ণে-গন্ধে-ছন্দে।

পাবলো পিকাসো ৬৪ বছর বয়সে ফ্রাঁসোয়া জিলো নামের ২১ বছর বয়সী এক মেয়ের সঙ্গে দিব্যি সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। বিয়ে না করলেও দুটি সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন তারা। সন্তানদের স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন পিকাসো। তিনি ৭০ বছর বয়সে আবার প্রেমে পড়েছিলেন জেনেভিয়েভ লাপোর্ত নামে ২৪ বছর বয়সী আরেক ফরাসি যুবতীর।

প্রেমে পড়ার জন্য বয়স কোনো ব্যাপার নয়—এমনই মনে করতেন আজকের বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান কথাশিল্পী গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মেমোরিজ অব মাই মেলানকলি হোরস'-এর (আমার স্মৃতির বিষাদ গণিকারা) নায়ক নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত জীবন কাটিয়ে হঠাৎ একটি কুমারী মেয়ের ভালোবাসা পেতে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই ভালোবাসার সন্ধান পেয়ে অতীতের প্রেমহীন জীবনের অসারতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

'নন্দিতার অন্য আকাশ' উপন্যাসও অনুরূপ অসম বয়সী দুই মানব-মানবীর প্রেমকাহিনী। উপন্যাসটির নায়িকা নন্দিতা বিবাহিতা কিন্তু ডিভোর্সি। নায়ক অরণ্যও বিবাহিত। নন্দিতার বিয়ে ভেঙ্গে গেলে অরণ্যর সঙ্গে ভার্চুয়াল জগতে পরিচয় হয় নন্দিতার। তারপর প্রেম। তখনও তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। প্রায় আট মাসের মাথায় তাদের প্রথম দেখা হয় ঢাকার চন্দ্রিমা উদ্যানে। নন্দিতা পরিচয়ের প্রথম থেকেই তার ভালোলাগার কথা জানায় এবং বিয়ে করার কথা বললে রাজী হয়নি অরণ্য। সে বলেছে, নন্দিতার বয়স তার বয়সের অর্ধেক। এই অসম বয়সী দুজনের দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারে না। অপরদিকে সে তার স্ত্রী অপর্ণাকেও ঠকাতে চায় না। নন্দিতাকে বিয়ে করতে না চাওয়ার অরণ্যের অনেকগুলো যুক্তির কাছে হার মানে নন্দিতা। তারপরও নন্দিতার দাবি—হয় অরণ্য তাকে বিয়ে করবে, নয়তো তার গর্ভে অরণ্যর সন্তান জন্ম দিতে হবে। প্রথম-প্রথম অরণ্য রাজি না হলেও একপর্যায়ে নন্দিতা তার গর্ভে অরণ্যর সন্তান ধারণ করে এবং একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেয় তারা। নন্দিতার গর্ভে অরণ্যর সন্তান আসার এক মাসের মধ্যে নন্দিতার বিয়ে হয়ে যায়। সে সংসারে নন্দিতার আর কোন সন্তান হয়নি। নন্দিতার বিয়ের পর মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে অরণ্য এবং একপর্যায়ে বিদেশে চলে যায় সে। যাওয়ার আগে তার সমস্ত সম্পত্তি নন্দিতার নামে উইল করে রেখে যায়। নন্দিতা তার অপেক্ষা করতে থাকে বছরের পর বছর। কিন্তু সে বুঝতেই পারে না, অরণ্য বেঁচে আছে কী নেই। অরণ্য বিদেশ চলে যাওয়ার পর থেকে নন্দিতার ভাবনার আকাশে শুধু অরণ্যর বিচরণ। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নন্দিতা তার আকাশে শুধু অরণ্যকেই খুঁজে ফেরে।

নাসির আহমেদ কাবুল
১০ জানুয়ারি, ২০২০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭
E-mail : nasirahmedkabul@gmail.com

এক

বাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। দশ মিনিট হাঁটলেই ক্লাসে পৌঁছতে পারে নন্দিতা। প্রতিদিনের চেয়ে আজ সে তিরিশ মিনিট আগে বাসা থেকে বের হয়েছে। হাতে প্রচুর সময় আছে ভেবে আস্তে-আস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে গিয়ে দাঁড়ায় সে। এ সময়ে বন্ধুদের অনেকে গেটে থাকলেও আজ কাউকেই দেখতে পেলো না নন্দিতা। গেটে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করে বার-বার ঘড়ি দেখে সে।

একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পায় নন্দিতা। হয়ত কারো জন্যে অপেক্ষা করছে সে। লোকটি দেখতে বেশ। গায়ের রঙ কিছুটা তামাটে। ঘন কালো চুল মাথায়। পঁয়ত্রিশের উর্ধ্বে ভদ্রলোকের বয়স হবে— আন্দাজ করা যায়। পরনে প্যান্ট-শার্ট। পায়ে কালো রঙের জুতো। হাতে সিলভার কালারের ঘড়ি। রোদ লেগে চকচক করছে তার কপালের ঘাম। টিস্যুপেপার দিয়ে ঘাম মোছে সে। হঠাৎ চোখে চোখ পড়লে পায়ে-পায়ে নন্দিতার সামনে এসে দাঁড়ায় লোকটি। কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে যায় সে। এতে নন্দিতা কিছুটা অবাক ও বিরক্ত হয়। আগ বাড়িয়ে নিজেই জিজ্ঞেস করে, কিছু বলবেন?

– আমি কি আপনার সঙ্গে দু-একটি কথা বলতে পারি?

– কথা বলছেন তো আপনি! কী কথা বলতে চান, সেটা বলুন।

– চলুন না, ওখানটায় গিয়ে বসি।

নন্দিতা অবাক হয়ে বলে, কী বলছেন আপনি! আপনার সঙ্গে লনে গিয়ে বসবো কেন? আমি আপনাকে চিনি না, জানি না। হুট করে আপনার সঙ্গে লনে গিয়ে বসতে যাবো কেন?

নন্দিতার কথা শুনে ভদ্রলোক আমতা-আমতা করতে থাকে। বলে, না–মানে—এই আর-কি!

– আমি আপনাকে চিনি না, জানি না। তো হঠাৎ করে আপনার সঙ্গে লনে গিয়ে বসবো, চা খাবো, আড্ডা দেবো। এমনটা তো হয় না। হতে পারে না।

– তা ঠিক। তবে আমি আপনাকে কিছুটা হলেও জানি।

– জানেন মানে? আপনি চেনেন আমাকে?

– চিনি না ঠিকই, তবে কিছুটা হলেও জানি।

অবাক হয় নন্দিতা। বলে, আমার সম্পর্কে কী জানেন আপনি?

এতক্ষণে লোকটি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বলল, আপনার আপা-দুলাভাই কিছু বলেননি আপনাকে?

– বলেছেন তো...

লোকটি হঠাৎ আগ্রহী হয়ে ওঠে—কী বলেছেন?

– বলেছেন ক্লাস শেষে যেন তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে যাই। কেন বলুন তো?

– না ওসব নয়। আর কোন কথা বলেননি?

– না তো!

হতাশ হয় লোকটি।

– ওঃ। সরি আপনাকে বিরক্ত করলাম।

লোকটি আর দাঁড়ালো না। দ্রুত হাঁটতে লাগল বড় রাস্তার দিকে।

বান্ধবী চঞ্চলা কখন যে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, নন্দিতা তা লক্ষ্য করেনি। চঞ্চলা নন্দিতার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতে থাকে। বিরক্ত হয় নন্দিতা। নন্দিতা চঞ্চলাকে জিজ্ঞেস করে, কীরে হাসছিস কেন? কী এমন মজা পেলি যে অমন করে হাসতে হবে?

চঞ্চলা এবার বেশ জোরে হেসে উঠে বলে, মজা তো পাচ্ছিলামই। ডুবে-ডুবে জল খাচ্ছ, এতদিনেও তা জানতে পারলাম না!

– ডুবে-ডুবে জল খাওয়া মানে?

– কিছুই বুঝছিস না, না? কচি খুকি আর কি!

– দেখ চঞ্চলা, সব সময় তোর এই হেঁয়ালিপনা ভালো লাগে না আমার। যা বলার সরাসরি বল। একটু পরেই ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে।

– ক্লাস নেই আজ। ক্যানসেল হয়েছে, জানিস না?

– না। জানি না তো!

– আমিও জানতাম না। মিন্টুর কাছে শুনেছি। ভাবলাম তবুও ক্যাম্পাসে গিয়ে একটু আড্ডা দিয়ে আসি।

– তুই আড্ডা নিয়ে থাক। আমি চললাম।

পথ আগলে দাঁড়িয়ে চঞ্চলা বলে, যাবি মানে? বলে যাবি না?

– কী বলব?

– ওই যে ডুবে-ডুবে জল খাওয়া। তো হ্যান্ডসাম হিরোটি কে? কী করেন তিনি?

– আরে ধুৎ! কী শুরু করলি? হ্যান্ডসাম হিরো মানে! ওকে চিনি নাকি আমি?

– দেখ নন্দিতা, সবার চোখ ফাঁকি দিতে পারলেও আমাকে ফাঁকি দিতে পারবি না। জানিস না, ইতিমধ্যে পাঁচ-পাঁচটি প্রেমপর্ব শেষ করেছি। ক্লাস এইটে শুরু। একটি টেনে, দুইটি কলেজে, আর এখন পার্থর সঙ্গে। কি জানিস না তুই?

– এগুলোকে প্রেম বলে নাকি? নন্দিতা হাসে।

– বলেই তো। না বলার কী আছে?

– এই বয়সে পাঁচটি প্রেম! যা-তো, আমাকে যেতে দে।

– আরে শোন, পাঁচটা করব না তো কী করব? আমি তো আর বিয়ে করার জন্য প্রেম করি না।

– তাহলে?

– আমার প্রয়োজন মেটাতে ছেলে–মানে পুরুষ মানুষ দরকার। একজনের সঙ্গে একবার কিছু করলে তাকে আর ভাল্লাগে না। আমার কী দোষ, তুই-ই বল?

– প্রয়োজন মেটানো মানে?

– মানে ওই আর কি, শারীরিক প্রয়োজন। একজনকে একবার পেলে দ্বিতীয়বার আর ভালো লাগে না বলেই তো একটার পর একটা ধরছি আর ছাড়ছি। এসব কখনও করিসনি তুই?

– কী?

– ওই যে বিছানায়...

– ছিঃ! তোর মুখে আটকায় না কিছুই? কীসব নোংরা কথা বলছিস, তুই জানিস?

নন্দিতার কথায় চঞ্চলা খুব হাসে। হাসতে-হাসতে বলে, তুই তো মেয়ে মানুষই নোস। তোর এসব বোঝার কথাও নয়। বুঝবি, বিয়ে হোক। তারপর এক রাতও বরকে ছাড়া কাটাতে পারবি না। মিলিয়ে নিস আমার কথা।

চঞ্চলার কথায় নন্দিতা খুব বিরক্ত হয়ে হাঁটতে শুরু করে। চঞ্চলা ওর পথ আগলে দাঁড়ায়।

– আচ্ছা, আর বলব না। চল এককাপ চা খেয়ে চলে যাই।

নন্দিতা না করে না। চায়ের দোকানে গিয়ে চা খায় ওরা দুজন। চঞ্চলা আবারও প্রশ্ন করে নন্দিতাকে, সত্যি করে বলত লোকটি কে?

– বলছি তো চিনি না!

– সত্যি চিনিস না? নাকি এড়িয়ে যেতে চাইছিস?

– এড়িয়ে যেতে চাইছি না। সত্যিই লোকটিকে চিনি না আমি। দেখিওনি কোনদিন।

– লোকটি যে তোর সঙ্গে কথা বলছিল!

– কথা বললেই কি চেনাজানা হয়?

– তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা, কী বলছিল লোকটি?

– বলল, সে নাকি আমাকে না চিনলেও জানে। জিজ্ঞেস করল, আপা-দুলাভাই কিছু বলেছে কিনা। আমি না বলতেই চলে গেল।

– ওহ, তাই বল!

– কী?

– তুই আসলে একটা গবেট! লোকটিকে ভালো করে দেখা উচিত ছিল তোর।

– কেন?

– আরে বোকা তোর বিয়ের কথা হচ্ছে। দেখিস আপা-দুলাভাই তোকে এই কথাটিই বলবে। মিলিয়ে নিস।

– আরে ধ্যাৎ। বিয়ে করলে তো!

– অমন করে সবাই বলে। তারপর...

– তারপর কী?

চঞ্চলা হঠাৎ নন্দিতার গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমো খায়। ক্যাম্পাসের অনেকগুলো চোখ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর আর নন্দিতা দাঁড়ায়নি। বাসার পথ ধরে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে-হাঁটতে ভাবে, সত্যিই কি আপা-দুলাভাই তার বিয়ের কথা ভাবছে? কিন্তু সে তো পড়াশুনা শেষ না করে বিয়ে করবে না। নন্দিতা কি তাহলে সত্যিই বড় হয়ে গেছে! এখন তাকে বিয়ে করতে হবে, সংসার সামলাতে হবে, ছেলেমেয়ে বড় করতে হবে? কী অদ্ভুত নিয়ম সংসারের! বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে সাগর কী দোষ করেছিল? সাগর তো তাকে ভালোবাসত। আচ্ছা ভালোবাসা কি বিয়ে করার জন্যই? না হলে ভালোবেসে বিয়ে করার জন্য পাগল হয় কেন মানুষ? কেন একজন আরেকজনকে না পেয়ে গলায় ফাঁস দেয়, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। আবার অনেকে ভালোবাসায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে যা ইচ্ছে তাই করে বসে! জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করে না! নন্দিতা এসবের কিছুই বোঝে না। নন্দিতা ভাবে, জীবনটা আসলেই জটিল—কিছুই বোঝা যায় না।

কলেজ জীবনে সাগর যখন নন্দিতাকে প্রচণ্ডরকম ভালোবাসত, তখন তো সাগরকে পাত্তা দেয়নি নন্দিতা! কেউ তাকে পাগলের মতো ভালোবাসতে পারে—এ কথা ভেবে খুব আনন্দ পেত সে। হাসিও পেত। মনে-মনে সাগরকে বলত, বোকা ছেলে!

আচ্ছা, প্রতিদিন কলেজ ছুটির পর নন্দিতার রিকশার পিছনে হেঁটে-হেঁটে দরজা পর্যন্ত এসে ফিরে যেত কেন সাগর? ওর বাসা তো অন্য পথে। ও কি তাহলে নন্দিতাকে বাসায় পৌঁছে দিতে আসতো? কী আনন্দ পেত ও? আজ